পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে (প্রভু) গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ পড়েন, পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণতা লাভ করেন, মাতাকে একাদশীতে অন্ন খাইতে নিষেধ করেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস করিতে আহ্বান করেন এবং তিনি তাহা না শুনিয়া পিতামাতার সেবায় ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহাতে বিশ্বরূপ তাঁহাকে পুনরায় গৃহে পাঠাইয়া দেন, এইরূপ একটী আখ্যায়িকা বলেন। পুরন্দর মিশ্রের পরলোক, বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী-দেবীর পাণিগ্রহণ ইত্যাদি বিবরণ সূত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরের পূজায় দুর্ব্বুদ্ধিরও সুবুদ্ধি ঃ—

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৭।১)—

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্য প্রভুং ভজে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

পৌগণ্ডলীলা-মধ্যে অধ্যয়ন-লীলাই প্রধান ঃ—

পৌগণ্ড-লীলার সূত্র করিয়ে গণন।
পৌগণ্ড-বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন ॥ ৩ ॥

প্রভুর সুবিস্তৃত পৌগণ্ডলীলা ঃ—

পৌগণ্ড-লীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা ॥ ৪ ॥

পণ্ডিত গঙ্গাদাসের নিকট ব্যাকরণ-অধ্যয়ন ঃ—

গঙ্গাদাস পণ্ডিত-স্থানে পড়েন ব্যাকরণ।
শ্রবণ-মাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ ॥ ৫ ॥

অল্পকালেই পারদর্শিতা ঃ—

অল্পকালে হৈলা পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন ॥ ৬ ॥
অধ্যয়ন-লীলা প্রভুর দাস-বৃন্দাবন।
'চৈতন্যমঙ্গলে' কৈল বিস্তারিত বর্ণন ॥ ৭ ॥
একদিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে,—"মাতা, মোরে দেহ এক দান ॥" ৮ ॥

শচীমাতাকে একাদশী-ব্রতে প্রবর্ত্তন ঃ—

মাতা বলে,—"তাই দিব, যা তুমি মাগিবে।"
প্রভু কহে,—"একাদশীতে অন্ন না খাইবে ॥" ৯ ॥
শচী কহে,—"না খাইব, ভালই কহিলা।"
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥ ১০ ॥

বিশ্বরূপের বিবাহোদ্যোগ ঃ—

তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা মাগি' বিবাহ দিতে কৈল মন ॥ ১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার পাদপদ্মে সুমনঃ (জাতিপুষ্প) অর্পণ করিবামাত্র কুমনাঃ পুরুষও সুমনস্ত্ব লাভ করে, সেই চৈতন্যপ্রভুকে আমি ভজনা করি।

৩। মুখ্য অধ্যয়ন—মুখ্যকার্য্যই অধ্যয়ন-লীলা।

৪। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিদ্যারম্ভ হইতে পাণিগ্রহণ পর্য্যন্ত মনোহর পৌগণ্ডলীলা অত্যন্ত বিস্তৃত।

৫। প্রথমে বিষ্ণু ও সুদর্শনের নিকট সামান্য বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ পড়েন।

অনুভাষ্য

১। কুমনাঃ (কৃষ্ণেতরবিষয়াবিষ্টং মনো যস্য সঃ) যস্য (চৈতন্যদেবস্য) পদাব্জয়োঃ (চরণকমলয়োঃ) সুমনোঽর্পণমাত্রেণ (সুমনসাং পুষ্পাণাং সু শুভং কৃষ্ণসেবাপরং মনস্তস্য বা অর্পণ-মাত্রেণ) সুমনস্ত্বম্ (অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং কৃষ্ণানুশীলনপর-স্বভাবং) হি (নিশ্চিতং) যাতি (প্রাপ্নোতি) তং চৈতন্যপ্রভুম্ অহং বন্দে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬। পঞ্জী-টীকা—ব্যাকরণের 'পঞ্জী-টীকা' নামে একটী প্রসিদ্ধ টীকা ছিল, মহাপ্রভু তাহার টিপ্পনী প্রস্তুত করেন।

অনুভাষ্য

৪। চৈতন্যকৃষ্ণস্য (ভগবতো রাধাকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহস্য বিশ্বম্ভরস্য) বিদ্যারম্ভমুখা (বিদ্যাভ্যাসারম্ভঃ মুখে আদৌ যস্যাঃ সা) পাণিগ্রহণান্তা (পাণিগ্রহণং চ অন্তঃ সমাপ্তৌ যস্যাং সা) মনোহরা (সকলহৃদয়াকর্ষিণী) পৌগণ্ডলীলা (পঞ্চম-হায়নারভ্য দশ-পর্য্যন্তব্যাপক-কাল পৌগণ্ডং তত্র যা লীলা) অতি সুবিস্তৃতা (সুবহুলা)।

৭। চৈঃ ভাঃ আদি, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম অঃ দ্রষ্টব্য।

৯। শ্রীজীবপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২৯৯ সংখ্যায়)—"স্কান্দে—'মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা। একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ।।' অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগ এব ; তেষামন্যভোজনস্য নিত্যমেব

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গ্রহণ ঃ—

বিশ্বরূপ শুনি' ঘর ছাড়ি' পলাইলা ।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥ ১২ ॥

শচী ও মিশ্রের দুঃখ ও প্রভুকর্ত্তৃক সান্ত্বনা ঃ—

শুনি' শচী-মিশ্রের দুঃখী হৈল মন ।
তবে প্রভু মাতা-পিতার কৈল আশ্বাসন ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণ-ভজনার্থে সন্তানের সন্ন্যাসে মাতৃপিতৃকুলের উদ্ধার ঃ—

"ভাল হৈল,—বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল ।
পিতৃকুল, মাতৃকুল,—দুই উদ্ধারিল ॥ ১৪ ॥

প্রভুর আশ্বাসে মাতাপিতার সন্তোষ ঃ—

আমি ত' করিব তোমা' দুঁহার সেবন ।"
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতা-মাতার মন ॥ ১৫ ॥

প্রভুর মূর্চ্ছা ঃ—

একদিন নৈবেদ্য-তাম্বুল খাইয়া ।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হঞা ॥ ১৬ ॥

বিশ্বরূপের সহিত সাক্ষাৎকার ও প্রভুর সন্ন্যাস-সম্বন্ধে উভয়ের কথোপকথন ঃ—

আস্তে-ব্যস্তে পিতা-মাতা মুখে দিল পানি ।
সুস্থ হঞা কহে প্রভু অপূর্ব্ব কাহিনী ॥ ১৭ ॥
"এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা ।
'সন্ন্যাস করহ তুমি', আমারে কহিলা ॥ ১৮ ॥
আমি কহি,—'আমার অনাথ পিতা-মাতা ।
আমি বালক,—সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা ॥ ১৯ ॥
গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃ-মাতৃ-সেবন ।
ইহাতে সন্তুষ্ট হবেন লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥' ২০ ॥
তবে বিশ্বরূপ ইহাঁ পাঠাইল মোরে ।
মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে ॥" ২১ ॥
এই মত নানা লীলা করে গৌরহরি ।
কি-কারণে লীলা,—ইহা বুঝিতে না পারি ॥ ২২ ॥

মিশ্রের অপ্রাকট্য ঃ—

কতদিন রহি' মিশ্র গেলা পরলোক ।
মাতা-পুত্র দুঁহার বাড়িল হৃদি শোক ॥ ২৩ ॥

প্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধ ঃ—

বন্ধু-বান্ধব আসি' দুঁহা প্রবোধিল ।
পিতৃক্রিয়া বিধিমতে ঈশ্বর করিল ॥ ২৪ ॥

গার্হস্থ্যলীলায় ইচ্ছা ঃ—

কত দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন ।
গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধর্ম্ম ॥ ২৫ ॥

গৃহিণীই গৃহ ঃ—

গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন ।
এত চিন্তি' বিবাহ করিতে হৈল মন ॥ ২৬ ॥

উদ্বাহ-তত্ত্ব (৭)—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে ।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥ ২৭ ॥

লক্ষ্মীদেবীর সহিত সাক্ষাৎকার ঃ—

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে ।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গা-পথে ॥ ২৮ ॥

বনমালী পণ্ডিতের ঘটকত্ব ঃ—

পূর্ব্বসিদ্ধ ভাব দুঁহার উদয় করিলা ।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী-স্থানে আইলা ॥ ২৯ ॥

সম্বন্ধ ও লক্ষ্মীদেবীকে প্রভুর বিবাহ ঃ—

শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন ।
লক্ষ্মীরে বিবাহ কৈল শচীর নন্দন ॥ ৩০ ॥

অনুভাষ্য

নিষিদ্ধত্বাৎ। আগ্নেয়ে—'একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং তদ্‌ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ।' তত্র তাবদস্যা অবৈষ্ণবেহপি নিত্যত্বম্।" বৈষ্ণব-গণ মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য কোন দিন কোন সময়েই স্বীকার করেন না। কিন্তু একাদশী-দিবসে মহাপ্রসাদ-ত্যাগের নামই 'উপবাস'।

২৩। চৈঃ ভাঃ আদি, ৮ম অঃ—"হেনমতে কতদিন থাকি' মিশ্রবর। অন্তর্দ্ধান হৈল নিত্যসিদ্ধ কলেবর।। মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর। দশরথ-বিজয়ে যে হেন রঘুবর।। দুঃখ বড়—এ সকল, বিস্তার করিতে। দুঃখ হয়, অতএব কহিলুঁ সংক্ষেপে।।"

২৭। গৃহম্ (আবাসমন্দিরং) গৃহং ন, ইতি আহুঃ। গৃহিণী (গৃহাধিষ্ঠাত্রী সহধর্ম্মিণী) এব গৃহম্ উচ্যতে। তয়া (গৃহিণ্যা) সহিতঃ (মিলিতঃ সন্) [মানবঃ] সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ (ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাদীন্ চতুর্ব্বর্গান্) সমশ্নুতে (প্রাপ্নোতি)।

মহাঃ ভাঃ শাঃ পঃ ১৪৪ অঃ ৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২৯। বনমালী ঘটক—নবদ্বীপবাসী বিপ্র। ইনি মহাপ্রভুর বিবাহের ঘটকালি করেন। গৌঃ গঃ ৪৯—"বিশ্বামিত্রোহপি ঘটকঃ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭। গৃহকে 'গৃহ' বলে না, গৃহিণীকে 'গৃহ' বলা যায় ; গৃহিণীর সহিত সমস্ত পুরুষার্থ ভোগ করিবে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

চৈতন্যভাগবতে পৌগণ্ডলীলার
সবিস্তার বর্ণন ঃ—

বিস্তারিয়া বর্ণিলা তাহা বৃন্দাবন-দাস ।
এই ত' পৌগণ্ড-লীলার সূত্র-প্রকাশ ॥ ৩১ ॥
পৌগণ্ড-লীলায় লীলা বহুত প্রকার ।
বৃন্দাবন-দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার ॥ ৩২ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীরামোদ্বাহ-কর্ম্মণি। রুক্মিণ্যা প্রেষিতো বিপ্রো যস্য শ্রীকেশবং প্রতি। তাবয়ং বনমালী যৎ কর্ম্মণাচার্য্যতাং গতঃ।।"

৩১। চৈঃ ভাঃ আদি, ১০ম অঃ দ্রষ্টব্য।

অতএব দিঙ্মাত্র ইহাঁ দেখাইল ।
'চৈতন্যমঙ্গলে' সর্ব্বলোকে খ্যাতি হৈল ॥ ৩৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৪ ॥

ইতি চৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ড-লীলাসূত্র-বর্ণনং নাম পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

চৈঃ ভাঃ আদি ৮ম অঃ—উপনয়ন ও মাতাকে সুবর্ণ-দান অধিকতর বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কথাসার—ষোড়শ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর কৈশোরলীলা বর্ণিত। অধ্যাপন, পণ্ডিত-বিজয়, জাহ্নবীতে জলকেলি, অর্থ-সঞ্চয়ের জন্য বঙ্গদেশে গমন, তথায় বিদ্যা-বিচার ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন, তপন মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎকার, তাঁহাকে সাধ্য-সাধন-উপদেশ, বারাণসী-গমনের আজ্ঞা প্রদান ইত্যাদি লীলা বর্ণিত। মহাপ্রভুর বঙ্গবিজয়-সময়ে লক্ষ্মীদেবীর সর্পাঘাতপ্রাপ্তি-ছলে বৈকুণ্ঠ-গমন হইল। প্রভু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শচীদেবীকে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা শান্ত করিলেন ; পরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিলেন। দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরের সহিত আলাপ এবং তৎকৃত গঙ্গা-মাহাত্ম্য-শ্লোক বিচারপূর্ব্বক তাহাতে পঞ্চালঙ্কার-গুণ ও পঞ্চালঙ্কার-দোষ দেখাইয়া তাহার গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন। দিগ্বিজয়ী কবি সরস্বতীর নিকট রাত্রে প্রভুর তত্ত্ব জানিয়া পরদিন প্রাতে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

সদা কৃপারত গৌরহরি ঃ—

কৃপাসুধা-সরিদ্‌যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি ।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার কৃপা-সুধা-স্রোতস্বতী বিশ্বকে আপ্লাবন করিয়াও সর্ব্বদা নীচগা-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সেই চৈতন্যপ্রভুকে আমি ভজনা করি।

অনুভাষ্য

১। যস্য (চৈতন্যদেবস্য) কৃপা-সুধা-সরিৎ (কৃপামৃত-নদী) বিশ্বং (সংসারং) আপ্লাবয়ন্তী (নিমজ্জয়ন্তী) অপি, সদা নীচগা (নিম্নগামিনী—ঐশ্বর্য্যবিহীনেষু অকিঞ্চনেষু দীনজনেষু করুণা-ময়ী এব) ভাতি (প্রকাশতে), তং চৈতন্যপ্রভুম্ [অহং] ভজে।

লক্ষ্মী-সরস্বতী-পূজিত গৌরহরি ঃ—

জীয়াৎ কৈশোর-চৈতন্যো মূর্ত্তিমত্যা গৃহাশ্রমাৎ ।
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্‌দেব্যা দিশাংজয়ি-জয়চ্ছলাৎ ॥৩॥

কৈশোরলীলা ঃ—

এই ত' কৈশোর-লীলা-সূত্র-অনুবন্ধ ।
শিষ্যগণ পড়াইতে করিলা আরম্ভ ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩। গৃহাগত মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত এবং দিগ্বিজয়ি-জয়চ্ছলে বাগ্‌দেবীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত কিশোর-চৈতন্যদেব জয়যুক্ত হউন্।

অনুভাষ্য

৩। গৃহাশ্রমাৎ (গৃহাগমাৎ বা গৃহাশ্রমং প্রাপ্য) মূর্ত্তিমত্যা (শরীরধারিণ্যা) লক্ষ্ম্যা অর্চ্চিতঃ (সেবিতঃ), অথ দিশাংজয়ি-জয়চ্ছলাৎ (দিগ্বিজয়ী-কেশবকাশ্মীরাখ্য-বিবুধস্য জয়ব্যপদেশাৎ) বাগ্‌দেব্যা (সরস্বত্যা) অর্চ্চিতঃ (পূজিতঃ) কৈশোরচৈতন্যঃ (কিশোর-বয়সি স্থিতঃ চৈতন্যঃ) জীয়াৎ।